Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৯ মাঘ ১৪৩২

DU in Media

23 January 2026

বণিক বার্তা

গবেষকদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি করতে শুরু করেছি



অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান
উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাক্ষাৎকার

একটি শক্তিশালী রিসার্চ সাপোর্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা নিয়মিত গবেষণা সহায়তা দিচ্ছে। ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেলকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। প্রায় ৭০ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও আমরা গবেষণা ফান্ড কাটছাঁট করিনি

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাতে শ্রেণীকক্ষ, আবাসন ও গবেষণা সুবিধার সংকট নিরসনে আপনারা কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন?

চীন সরকারের সহযোগিতায় মেয়েদের জন্য একটি অত্যাধুনিক বিশেষায়িত হল নির্মাণের কাজ চলছে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে, বর্তমানে সয়েল টেস্টিংসহ অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ চলছে। ১৪ মাস ধরে ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ পর্যায়ে পৌঁছেছি। এছাড়া 'অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প'-এর আওতায় মোট ১৩টি নতুন হল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বাধিক। ছেলে ও মেয়েদের আবাসন সংকট ১০ বছরের মধ্যে অনেকাংশে সমাধান হবে বলে আমি আশাবাদী। গবেষণার ক্ষেত্রেও এ প্রকল্পে আলাদা বরাদ্দ রয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা আরো তিন-চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছি। ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া কোলাবরেশনের মাধ্যমে আমরা নতুন গবেষণা প্রকল্প পেয়েছি। গত ১৪ মাসে আন্তর্জাতিক এমওইউ ও প্রকল্পভিত্তিক অংশীদারত্বে প্রায় ৩১টি নতুন প্রকল্প যুক্ত হয়েছে। এর ফলাফল হিসেবে আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে আমরা উন্নতি করতে শুরু করেছি। যদিও এখনো অনেক পথ বাকি, তবু কিউএস র‍্যাংকিংয়ে আমরা প্রায় ১৫৮ ধাপ এগিয়েছি। টাইমস র‍্যাংকিংয়েও আমাদের অবস্থান দেশের সেরা। আমি আত্মতুষ্টিতে ভুগছি না; শুধু এটুকু বলছি যে কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রো-ভিসির (একাডেমিক) নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী রিসার্চ সাপোর্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা নিয়মিত গবেষণা সহায়তা দিচ্ছে। ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেলকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৭০ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও আমরা গবেষণা ফান্ড কাটছাঁট করিনি। আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনার খরচ বিশ্ববিদ্যালয় বহন করছে। গবেষকদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক কোলাবরেটিভ প্রকল্পের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। গবেষণার অবকাঠামোগত কিছু সীমাবদ্ধতা এখনো রয়েছে। তবে ২ হাজার ৮৪১ কোটি টাকার 'অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প'—যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ—অনুমোদন হয়েছে। এর প্রায় ৩০ শতাংশে বরাদ্দ গবেষণার জন্য, যেখানে ল্যাবরেটরি নির্মাণ ও পোস্টগ্র্যাজুয়েট গবেষণার জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থ রাখা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং সহনশীল একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিয়ে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা মোকাবেলায় কী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে?

সাম্প্রতিক সময়ে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং সহনশীল একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে যে উদ্যোগগুলো নেয়া হয়েছে, তার একটি বড় দিক হলো নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ডাকসু ও হল ছাত্র সংসদের কার্যক্রম শুরু হওয়া। এটি আমাদের ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক চর্চার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও গুণগত পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মতবিরোধ, প্রতিযোগিতা ও ভিন্নমত ছিল, তবু আলোচনার ক্ষেত্রে তারা সংবেদনশীলতা বজায় রেখেছে।

প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ আরো কার্যকর করতে আপনার পরিকল্পনা কী?

আমরা কিছু কাঠামোগত সংস্কার করেছি। উপাচার্যের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা কমানোর লক্ষ্যে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম (এসএমটি) গঠন করা হয়েছে, যেখানে উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রার ও প্রক্টর অন্তর্ভুক্ত। এখন বড় সিদ্ধান্ত এককভাবে নেয়া যায় না; এসএমটির অনুমোদন ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন প্রয়োজন। উপাচার্যের আর্থিক ক্ষমতাও সীমিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য 'ওপেন ডোর পলিসি' চালু রয়েছে, তারা যেকোনো সময় এসে কথা বলতে পারে। নিয়মিত ডাকসু, হল সংসদ ও বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে আমাদের ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে। ডাকসু ও হল সংসদের অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ কমিটিতে ছাত্র প্রতিনিধি রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আপাতত তারা অবজার্ভার হিসেবে থাকলেও ধীরে ধীরে নিয়মিত সদস্যে রূপান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে, যদিও এর জন্য আইনি পরিবর্তন প্রয়োজন।

সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি বিকল্প ফান্ডিং ও ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা বাড়াতে কী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে?

প্রো-ভিসির নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ছয় মাসে অন্তত এক ডজন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও মেলার আয়োজন করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্য থেকে অন্তত তিনটি বড় গবেষণা প্রকল্প এসেছে। আমরা সিলেবাস আধুনিকায়নে ইন্ডাস্ট্রি প্রতিনিধিদের যুক্ত করছি। আইকিউএসি সেলের মাধ্যমে করপোরেট গভর্ন্যান্স ও গবেষণা পদ্ধতির ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। নতুন শিক্ষকদের জন্য বাধ্যতামূলক ওরিয়েন্টেশন ও রিসার্চ মেথডোলজি কোর্স চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে।

■ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, ঢাবি

মানবকণ্ঠ



ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে বৃহস্পতিবার ব্র্যাকের প্রতিনিধিদলের মতবিনিময় সভা —মানবকণ্ঠ

যৌন হয়রানি ও বুলিং প্রতিরোধে কাজ করবে ঢাবি-ব্র্যাক

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্ববিদ্যালয়ে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, বুলিং ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ এবং প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্র্যাক একযোগে কাজ করবে। বৃহস্পতিবার উপাচার্যের সভাকক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে ব্র্যাকের প্রতিনিধি দলের এক মতবিনিময় সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মতবিনিময় সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির, ব্র্যাকের উর্ধ্বতন পরিচালক কেএএম মোশেন, পরিচালক এএফএম শহিদুর রহমান, চীফ অপারেটিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. গোলাম ফারুক এবং প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ইশতিয়াক জাহান পোয়েট উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, বুলিং ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং এবিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্র্যাকের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। ব্র্যাকের প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, বুলিং ও যৌন হয়রানি বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, এসক্রোজ অভিযোগ গ্রহণ ও অনুসন্ধান পদ্ধতির উন্নয়ন এবং ন্যায়সঙ্গত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

The New Nation

DU celebrates Flower Festival

DU Correspondent

A flower festival was held on the Curzon Hall premises of the Dhaka University (DU) on Thursday.

The festival was organised by the DU Arboriculture Center with the theme "Let Dhaka, the polluted City, be decorated with flowers."

The DU Environment Council, Bangladesh Society for Ecological Research Initiative, Bangladesh Botanical Society, Dhaka North City Corporation, Bangladesh Green Future Foundation and the Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) provided overall cooperation in organising the festival.

Vice-Chancellor of the university Professor Dr. Niaz Ahmed Khan was present at the event as the chief guest.

Expressing his gratitude to those involved in organizing the flower festival, Professor Dr. Niaz Ahmed Khan said that such initiatives bring peace to people's minds.

Emphasising on the importance of caring for nature, he said that along with academic studies, students must play a role in environmental conservation. In this regard, the university authorities will provide all-out cooperation, he added.

On the occasion of the flower festival, saplings were planted in the Curzon Hall area. Later, a flower-themed quiz competition was held. In the competition, Nur A. Mehenaz Sneha, a student of the Department of Economics, won the first place, Alo Akter, a student of the Department of Mass Communication and Journalism, secured the second place and Mastura Mahzabin, a student of the Department of Criminology, achieved the third place. Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan handed over the prizes to the winners.

ভোরের ডাক



গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তিপ্রাপ্ত অর্থ বিতরণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান –ভোরের ডাক

শিক্ষাবৃত্তি পেলেন ঢাবির কৃতী ১৫০ শিক্ষার্থী

ঢাবি সংবাদদাতা : আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের অর্থায়নে দ্বিতীয়বারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের প্রথম বর্ষের (২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ) মেধাবী ও অসচ্ছল ১৫০ জন নিয়মিত শিক্ষার্থীকে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা করে এক বছরের জন্য শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে তিন মাসের এককালীন বৃত্তির অর্থ বিতরণ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের ট্রাস্টি মনোয়ারা বেগম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ এবং ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের মধ্য দিয়েই এর ভিত্তি শক্তিশালী হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মৌলিক দায়িত্ব। এক্ষেত্রে করপোরেট প্রতিষ্ঠান ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ সংস্থাগুলোর সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের এই শিক্ষাবৃত্তি শুধু আর্থিক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি শিক্ষার্থীদের সার্বিক অর্জনের স্বীকৃতি এবং তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। অনেক শিক্ষার্থীর জন্য এ ধরনের প্রণোদনা শিক্ষাজীবন চালিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

সভাপতির বক্তব্যে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় অংশের শিক্ষার্থী প্রান্তিক ও অসচ্ছল পরিবার থেকে আসা। সীমিত আর্থিক সক্ষমতার কারণে অনেকক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। যার ফলে কেউ কেউ পড়াশোনা থেকে ঝরে পড়ে বা কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনে ব্যর্থ হয়।

তিনি বলেন, শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করতে একটি স্থায়ী ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, যেন ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত থাকে।